চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকায় ধানের শীষের পক্ষে শরীফুজ্জামানের গণসংযোগ

চুয়াডাঙ্গা পৌর শহরের বিভিন্ন এলাকায় ধানের শীষের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা, গণসংযোগ ও পথসভায় করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ। তার উপস্থিতিতে নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। অনেকে তাকে কাছে পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন, মাথায় হাত রেখে দোয়া করেন যেন তিনি জেলার উন্নয়ন ও জনগণের অধিকার আদায়ে কাজ করে যেতে পারেন।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় তিনি গণসংযোগ ও পথসভা করেন তিনি। এর মধ্যে ছিল পৌর ১ নম্বর ওয়ার্ডের ভেমরুল্লাহ মাঠপাড়া, ভেমরুল্লাহ প্রাথমিক স্কুলপাড়া, হাটকালুগঞ্জ, এলজিডি রোড, পুলিশ লাইন, সি অ্যান্ড বি মোড়। আছোড়ও ২ নম্বর ওয়ার্ডের নিলার মোড়, ঠিকানা মোড়, ডাঙাপাড়া, সুমিরদিয়া ক্লাব মোড় ও সুমিরদিয়া রেলপাড়া এলাকায় প্রচারণা চালান তিনি। এসব স্থানে শরীফুজ্জামান স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং ধানের শীষে ভোট দেয়ার আহ্বান জানান।

প্রচারণায় জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, ‘তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচি কেবল একটি রাজনৈতিক ইশতেহার নয়, এটি বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি ও ন্যায়ের রূপরেখা। এই ৩১ দফার মধ্যেই রয়েছে দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনার রাস্তাটি। আমরা যারা বিএনপির কর্মী, তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব এই বার্তাটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়া।’

তিনি আরও বলেন, ‘ধানের শীষ প্রতীক মানে জনগণের ভোটাধিকার, মানুষের মুখে হাসি, তরুণদের কর্মসংস্থান ও কৃষকের ন্যায্য মূল্য। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকি, তাহলে এই মাটির মানুষই পরিবর্তনের স্রোত তৈরি করবে। তারেক রহমান হচ্ছেন সেই নেতৃত্ব, যিনি জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনতে জীবন বাজি রেখে সংগ্রাম করছেন। জনগণের ভোটে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব না পাওয়া পর্যন্ত আমরা মাঠে

থাকবো, মানুষের পাশে থাকবো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবো।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, চুয়াডাঙ্গার মানুষ অন্যায়ের কাছে মাথা নত করবে না। এই শহরের প্রতিটি গলিতে, প্রতিটি ঘরে ধানের শীষের ভীত গড়ে উঠছে। তরুণ প্রজন্ম আজ জেগে উঠেছে, তারা চায় পরিবর্তন, তারা চায় ন্যায়বিচার। বিএনপি সেই পরিবর্তনের বাহক। তারেক রহমানের নেতৃত্বে জনগণের মুক্তি আসবেই। আমরা সবাই মিলে তারেক রহমানের নেতৃত্বে একটি সুন্দর, শান্তি ও গণতন্ত্রভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তুলবো।’

শরীফুজ্জামান শরীফ তরুণ ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, ‘এই দেশ তোমাদের, ভবিষ্যতও তোমাদের হাতে। ভালো কাজের জন্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াও এবং নিজের এলাকার উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণে কাজ করো। একসঙ্গে কাজ করলে কোনো শক্তিই আমাদের রুখতে পারবে না।’

গণসংযোগ চলাকালে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছিল বিপুল উৎসাহ ও প্রত্যাশা। তারা বলেন, ‘শরীফুজ্জামান শরীফ আমাদের সন্তান, আমাদের নেতা। তার নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা এগিয়ে যাবে।’

প্রচারণায় জেলা বিএনপির এই নেতার সঙ্গে ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আরশেদ আলী কালু, চুয়াডাঙ্গা পৌর বিএনপির সভাপতি মো. সিরাজুল ইসলাম মনি, সিনিয়র সহ-সভাপতি রাফিতুল্লাহ মহলদার, যুগ্ম সম্পাদক হাফিজুর রহমান মুক্ত, ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আব্দুল করিম, সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশিদ, ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি শাকের আলী, সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রশীদ ঝন্টু, জেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম, জেলা যুবদলের দপ্তর সম্পাদক মামুনুর রশীদ টনিক, পৌর বিএনপির সহ-সভাপতি ইনতাজ আলী, যুগ্ম সম্পাদক আশাবুল হক ও আব্দুল কুদ্দুস, সদর উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মতিউর রহমান মিশর, যুগ্ম আহ্বায়ক হাফিজুর রহমান হ্যাপি, সদস্য রুবেল হাসান, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি খন্দকার আরিফ, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল মাহমুদ, যুগ্ম সম্পাদক সাইমুম আহমেদ মিশা, যুগ্ম সম্পাদক নাইম আহমদ, জেলা ক্রীড়া সম্পাদক বিক্রম সাদিক মিলন, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব মো. আজিজুর রহমান আজিজুল, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ

ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রাকিব হাসান, পৌর ছাত্রদলের সদস্য শাহারু আহমেদসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যাযের নেতাকর্মীরা।

দর্শনা পৌর এলাকায় মোশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত

দর্শনা পৌর এলাকায় মোশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পৌর কতৃপক্ষ। আগামী ২৪/০৮/২০২৫ ইং তারিখ দর্শনা ২ নং ওয়ার্ড থেকে এ মোশক নিধন কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন পৌর মেয়রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপজেলা ভুমি কমিশনার এ এইচ এম তাসফিকুর রহমান। আগামী ২৪ আগষ্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত এ কার্যক্রম চলবে বলে জানান পৌর কর্তৃপক্ষ।

এসময় মোশক নিধন সভায় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌরসভার কাউন্সিলরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জিয়াউল হক, উপজেলা প্রকৌশলী কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ ও উপজেলা সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মুকুল হোসেন।

এছাড়া দর্শনা পৌর কর্মকর্তা শাহ আলম, পৌর কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশিদ, আরেফিন হোসেন ও জাহিদুল ইসলাম।

চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকা থেকে

ইজিবাইক চালকের কঙ্কাল উদ্ধার

কুষ্টিয়া থেকে অপহৃত ইজিবাইকচালক সবুজ মন্ডলের (৩০) কঙ্কাল চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকা ঘোড়ামারা ব্রিজের নিচে থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে চুয়াডাঙ্গা সদরের ঘোড়ামারা ব্রিজ এলাকা থেকে সবুজের বস্তাবন্দি কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়। গত ২০ আগস্ট থেকে নিখোঁজ ছিলেন সবুজ।

চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো: আনিসুজ্জামান জানান, এ ঘটনায় কুষ্টিয়ার বাড়াদী থানাপাড়ার বাচ্চু মন্ডলের ছেলে সবুজ মন্ডল ছিলেন একজন ইজিবাইকচালক। তার ইজিবাইকটি হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে তিন যুবক তার ইজিবাইক ভাড়া নিয়ে তাকে কৌশলে হত্যা করে কুষ্টিয়া থেকে লাশ নিয়ে এসে ফেলে রেখে যায় চুয়াডাঙ্গার ঘোড়ামারা ব্রিজের কাছে। অনুসন্ধান চালিয়ে কুষ্টিয়া পুলিশ ঘাতক তিনজনকে আটক করে। তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে।

তিনি আরো জানান, এ ঘটনায় পুলিশ কুষ্টিয়ার বারখাদা ত্রিমহনী গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে জনি হোসেন (২৮), বারাদী কানাবিল এলাকার শফিকুল ইসলামের ছেলে তুষার ইসলাম (২১) ও চাকুলিয়া গ্রামের সরোয়ার প্রামাণিকের ছেলে বাচ্চ প্রামানিককে (২৬) আটক করেছে। পরবর্তি আইনগত বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আলামিনের উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশ জানায়, ২০ আগস্ট সবুজ মন্ডলকে হত্যা করা হয়। সেইদিনই একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে তার লাশ চুয়াডাঙ্গা ঘোড়ামাড়া ব্রিজ এলাকার পাশে ঘাতকরা ফেলে রেখে চলে যায়।